মুজিববর্ষের অঙ্গীকার,
নিরাপদ কর্মপরিবেশ
হোক সবার

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
প্রশাসন ও উন্নয়ন শাখা

বিষয়: মে/২০২১ খ্রিঃ ২য় স্টাফ মিটিংয়ের কার্যবিবরণী

সভাপতি	মোঃ নাসির উদ্দিন আহমেদ মহাপরিদর্শক(অতিরিক্ত সচিব)
সভার তারিখ	১৯/০৫/২০২১ খ্রি:
সভার সময়	সকাল ১১.০০ টায়
স্থান	সভাকক্ষ, প্রধান কার্যালয়।
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট-ক।

উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করা হয়। অতঃপর গত সভার কার্যবিবরণী পাঠ করে শোনানো হয়। যুগ্মমহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য) বলেন অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণে কোভিড-১৯ সচেতনতামূলক কোন সেশন/কার্যক্রম রাখা সমীচীন। এ প্রস্তাবের আলোকে সভার সকলে এ বিষয়ে একমত পোষণ করেন এবং বিষয়টি প্রশিক্ষণের সিদ্ধান্তের কলামে সংযুক্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এছাড়া অন্য আলোচ্য বিষয়সমূহে সংশোধন না থাকায় সর্বসম্মতিক্রমে গত সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ করা হয়। অতঃপর সহকারী মহাপরিদর্শক (সাধারণ), জনাব এ.কে. এম. মানছুরুল হক আলোচ্য বিষয় অনুযায়ী সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির উপর মহাপরিদর্শকের অনুমতিক্রমে সভায় সঞ্চালনা শুরু করেন। বিস্তারিত আলোচনাক্রমে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ

ক্র: নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০১	০২	০৩	০৪	০৫

০১	মুজিব জন্মশতবার্ষকী প ালন	মহাপরিদর্শক বলেন, মুজিব জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে অধিদপ্তরের গঠিত কমিটি/সাব-কমিটি গৃহীত পরিকল্পনা অনুযায়ী এবং মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। এছাড়া বিগত স্টাফ মিটিংয়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কথাসাহিত্যিক ড. সেলিনা হোসেনকে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক হিসেবে আমন্ত্রণ জানিয়ে চলমান করোনা মহামারী পরিস্থিতির উন্নতি সাপেক্ষে একটি কর্মশালা আয়োজন করা হবে। মানবিক কার্যক্রম হিসেবে ফ্রি-মেডিকেল ক্যাম্প দ্রুত প্রস্তাবিত জেলা কার্যালয়সমূহে আয়োজনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।	১। মুজিব জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে অধিদপ্তরের গঠিত কমিটি/সাব-কমিটি গৃহীত পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করবে। পরবর্তী সভায় এর বিস্তারিত অগ্রগতি উপস্থাপন করতে হবে। ২। কথাসাহিত্যিক ড: সেলিনা হোসেন-কে নিয়ে শীঘ্রই একটি কর্মশালা আয়োজন করতে হবে। **৩। যে সকল জেলা কার্যালয়ে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প আয়োজনের কথা রয়েছে তাদেরকে আগামী ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে ক্যাম্প আয়োজনের সম্ভাব্য তারিখ লিখে পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য পত্র প্রেরণ করতে হবে।**	১। ড. সৈয়দ আবুল এহসান যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) ২। মোঃ ইউসুফ আলী উপমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন)
০২	জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেফটি দিবস-২০২১ উদযাপন	সঞ্চালক “জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেফটি দিবস-২০২১” যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয়েছে বলে সভায় সকলকে অবহিত করেন। অতপর সভায় সর্বসম্মতিতে অধিদপ্তরের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী চলমান মহামারীতে এ দিবস সফলতার সঙ্গে পালন করায় মহাপরিদর্শককে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। জবাবে মহাপরিদর্শক বলেন এটি শুধু আমার একার প্রচেষ্টায় সম্ভব হয়নি বরং মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, মন্ত্রণালয়সহ অধিদপ্তরের সকলের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় সফলভাবে দিবসটি উদযাপিত হয়েছে। তিনি আরো বলেন “জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেফটি দিবস-২০২১” দিবসে প্রকাশিত স্মরণিকা সকল অংশীজনদের নিকট যতদ্রুত সম্ভব পৌছানোর ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।	১। “জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেফটি দিবস-২০২১” যথাযথভাবে পরিপালিত হওয়ায় সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। ২। প্রকাশিত স্মরণিকা দ্রুত পৌছানোর ব্যবস্থা করতে হবে।	১। জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেফটি দিবস পালন সম্পর্কিত কমিটি/সাব কমিটি ২। মোঃ কামরুল হাসান উপমহাপরিদর্শক (সেফটি)

০৩	সাংগঠনিক কাঠামো	সহকারী মহাপরিদর্শক (সাধারণ) জনাব আবদুল কাইউম বলেন, অধিদপ্তরের অনুমোদিত জনবলের পদ স্থায়ীকরণের প্রস্তাব মন্ত্রণালয় থেকে অর্থ মন্ত্রণালয়ে বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। মহাপরিদর্শক বলেন, অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে পদ স্থায়ীকরণের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়মিতভাবে যোগাযোগ রক্ষা করে দ্রুত সময়ের মধ্যে পদ স্থায়ীকরণ করতে হবে। পরবর্তীতে জনাব আবদুল কাইউম আরো বলেন, অধিদপ্তরের ২য় পর্যায়ের জনবল বৃদ্ধির প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে কয়েকটি কাগজপত্র ঘাটতি থাকার কারণে কার্যক্রম দ্রুত এগুচ্ছে না। জবাবে মহাপরিদর্শক বলেন এ বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সবসময় আমার সাথে সমন্বয় করে প্রয়োজনে আমার ব্যক্তিগত গাড়ীযোগে মন্ত্রণালয়ে গিয়ে কোন কাগজপত্রে ঘাটতি থাকলে তা হাতে হাতে পৌছানোর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করবেন এবং দ্রুত সময়ের মধ্যে ২য় পর্যায়ের অর্গানোগ্রাম অনুমোদনের জন্য প্রয়োজনীয় সকল কার্যক্রম সম্পাদন করলে অর্গানোগ্রাম অনুমোদন হওয়ার বিষয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।	**১। অধিদপ্তরের ২য় পর্যায়ের সাংগঠনিক কাঠামো বৃদ্ধির প্রস্তাব দ্রুত অনুমোদনের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।** **২। নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের চাকরি দ্রুত স্থায়ীকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।**	১।ড: সৈয়দ আবুল এহসান যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) ২। মো: ইউসুফ আলী উপমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) ৩। আব্দুল কাইউম সহকারী মহাপরিদর্শক (সাধারণ)

০৪	শূণ্য পদ পূরণ	**সরাসরি নিয়োগ:** অধিদপ্তরের শূণ্য পদ পূরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন সচিবালয়ে অধিযাচন প্রেরণ করা হয়েছে এবং ৩য় শ্রেণির নিয়োগ প্রদানের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত ছাড়পত্রের আলোকে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করতে হবে। **পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগ:** পদোন্নতির মাধ্যমে অধিদপ্তরের নিয়োগ বিধিমালা অনুযায়ী পদোন্নতিযোগ্য শূণ্য পদ পূরণ করার নিমিত্ত জ্যেষ্ঠতা তালিকা অনুমোদনের পর দ্রুত প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। ইতোমধ্যে প্রণীত জ্যেষ্ঠতা তালিকা বিধি মোতাবেক সময় অতিবাহিত হলে উত্থাপিত অভিযোগ (যদি থাকে) বিধি/মতামত অনুসরণ করে নিষ্পত্তি করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে। অতঃপর মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে তা দ্রুত অনুমোদন করিয়ে নিতে হবে। জ্যেষ্ঠতা তালিকা অনুমোদনের পর পদোন্নতির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে মহাপরিদর্শক মতামত দেন।	১। অধিযাচন অনুযায়ী শূণ্য পদ পূরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন সচিবালয়ের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। ২। ৩য় শ্রেণি নিয়োগ প্রদানের লক্ষ্যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করার জন্য টেলিটকের সাথে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। **৩। জ্যেষ্ঠতা তালিকা প্রণয়নের পর বিধি মোতাবেক সময় অতিবাহিত হলে তা দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে অনুমোদনের ব্যবস্থা করতে হবে।** **৪। জ্যেষ্ঠতা তালিকা অনুমোদনের পর পদোন্নতির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।**	১। অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক (যুগ্মসচিব) ২। ড. সৈয়দ আবুল এহসান যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) ৩। মো: ইউসুফ আলী উপমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) ৪। জনাব আব্দুল কাইউম সহকারী মহাপরিদর্শক (সাধারণ)
০৫	চাকরির প্রবিধানমালা সংশোধন।	চাকরির প্রবিধানমালা ২য় পর্যায়ের জনবল বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রেরণের সঙ্গে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। জনবল বৃদ্ধির প্রস্তাব অনুমোদিত হলে প্রবিধানমালা সংশোধনের পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। আপাততঃ প্রবিধানমালায় কি কি সংশোধন আশা আবশ্যক সে বিষয়ে গ্রাউন্ডওয়ার্ক করতে হবে বলে মহাপরিদর্শক মতামত প্রদান করেন।	১। চাকরির প্রবিধানমালায় কি সংশোধন আনা আবশ্যক সে বিষয়ে এখনই প্রয়োজনীয় সুপারিশ/প্রস্তাব এর খসড়া তৈরী করতে হবে। ।	১। ড. সৈয়দ আবুল এহসান যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) ২। মো: ইউসুফ আলী উপমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) ৩। আব্দুল কাইউম সহকারী মহাপরিদর্শক (সাধারণ)

০৬	APA বাস্তবায়ন সংক্রান্ত।	উপমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) সভাকে জানান যে, ২৩টি কার্যালয়ের মধ্যে বেশিরভাগ কার্যালয়ই চলতি অর্থবছরের বিগত ১০ (দশ) মাস (জুলাই-এপ্রিল) মাসের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে করতে পিছিয়ে রয়েছে। বিশেষত, কমপ্লায়েন্স, নতুন লাইসেন্স প্রদান, ডে-কেয়ার স্থাপন এবং মামলা সংক্রান্ত। উল্লেখিত ০৪ (চারটি) বিষয়ে বিগত ১০ (দশ) মাসের লক্ষ্যমাত্রা পূর্ণ না হওয়ায় মন্ত্রণালয়ের মাসিক সমন্বয় সভায় অসন্তোষ প্রকাশ করা হয় বলেও জানান। পরবর্তীতে APA ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা জানান শ্রীর্ঘই জেলা কার্যালয়ের সাথে ২০২১-২২ এর APA অগ্রগতি বিষয়ক একটি ফিডব্যাক সভা আয়োজন করতে হবে এবং ২০২০-২১ এর APA লক্ষ্যমাত্রা মে, ২০২১ এর মধ্যে অর্জন করতে হবে বলেও মহাপরিদর্শক নির্দেশনা প্রদান করেন।	১। শিশুশ্রম নিরসন, কমপ্লায়েন্স, নতুন লাইসেন্স, ডে-কেয়ার স্থাপন এবং মামলা সংক্রান্ত বিষয়ে সংশ্লিষ্টদেরকে নিয়ে ফিডব্যাক সভা আয়োজন করতে হবে। ২। APA সংক্রান্ত মাসিক রিপোর্ট প্রধান কার্যালয়ে সময়মত প্রেরণ করতে হবে। ৩। সমন্বয় সভায় সকল জেলা কার্যালয়ের উপমহাপরিদর্শক স্ব স্ব কার্যালয়ের অগ্রগতি তুলে ধরবেন।	১। যুগ্মমহাপরিদর্শক (সকল) ২। মো: ইউসুফ আলী উপমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) ৩। এ.কে.এম. মানছুরুল হক সহকারী মহাপরিদর্শক (সাধারণ)

০৭	**প্রশিক্ষণ**	যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) সভায় জানান যে, ২০২০-২১ অর্থবছরে মোট ৬৩৭ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী ইন-হাউজ প্রশিক্ষণে গ্রহণ করেন। তিনি আরও বলেন, অর্থবছরের প্রথম ০৬ (ছয়) মাস করোনা পরিস্থিতির কারণে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়নি ফলে এপিএ লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ ঘণ্টা পূরণ করা একটু কষ্টসাধ্য। মহাপরিদর্শক বলেন, সরকারি কর্মচারি আচরন বিধিমালা, নথি ব্যবস্থাপনা, অফিস ব্যবস্থাপনা, সুশাসন ও চাকরির বিধানাবলি সংক্রান্ত বিষয়ে আরো ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। এছাড়াও প্রশিক্ষণ ঘণ্টা পূরণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য নির্দেশনা দেন। অত:পর যুগ্মমহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য) বলেন-চলমান করোনা মহামারীতে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে কোভিড-১৯ এর উপর অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণে আলোচনা করা প্রয়োজন। জবাবে সহকারী (সাধারণ) জনাব এ.কে.এম মানছুরুল হক বলেন আইএলও এর অর্থায়নে প্রণীত কোভিড গাইডলাইনের উপর সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদানের কথা রয়েছে। কিন্তু করোনা পরিস্থিতির অবস্থা খারাপ হওয়ার ফলে এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ আয়োজন করতে বিলম্ব হচ্ছে। এ বিষয়ে উপমহাপরিদর্শক (সেফটি) ও ILO ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা একই মতামত ব্যক্ত করেন। অতঃপর জেলা কার্যালয় সমূহের অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ ঘন্টা সংযুক্ত করে লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করার জন্য মহাপরিদর্শক নির্দেশনা প্রদান করেন।	১। ২০২০-২১ অর্থবছরে এপিএ লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে হবে। ২। সরকারি কর্মচারি আচরন বিধিমালা, নথি ব্যবস্থাপনা, অফিস ব্যবস্থাপনা, সুশাসন ও চাকরির বিধানাবলি বিষয়ক প্রশিক্ষণ বেশী বেশী আয়োজন করতে হবে। ৩। করোনা পরিস্থিতি মোটামুটি সন্তোষজনক হলে কোভিড-১৯ গাইডলাইনের উপর সকল কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে। ৪। অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণে যথাসম্ভব কোভিড-১৯ এর উপর সচেতনতামূলক কোন **সেশন অথবা** অন্য কোন কার্যক্রম রাখতে হবে।	১। ড. সৈয়দ আবুল এহসান যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) ২। মো: ইউসুফ আলী উপমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) ৩। এ.কে.এম. মানছুরুল হক সহকারী মহাপরিদর্শক (সাধারণ)

০৮	হেল্প লাইন-১৬৩৫৭	উপমহাপরিদর্শক (সাধারণ) জানুয়ারি-২০২১ হতে এপ্রিল/২০২১ মাসের নিম্নোক্ত তথ্য তুলে ধরেন- **প্রাপ্ত অভিযোগ- (তন্মধ্যে অনলাইন/হেল্পলাইনে প্রাপ্ত- ৪২৪টি, পত্রের মাধ্যমে- ৩৩৫টি) , নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগ- ১৭৫৩টি, নিষ্পত্তির হার-৯৭%।** মহাপরিদর্শক বলেন, প্রাপ্ত অভিযোগ দ্রুত নিষ্পন্ন করতে হবে এবং পুঞ্জিভূত অভিযোগসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য জেলা কার্যালয়ে নির্দেশনামূলক পত্র প্রেরণ করতে হবে। যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) বলেন, জানুয়ারি-২০২১ হতে হেল্প লাইন সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনার খরচ অত্র অধিদপ্তরের বাজেট হতে ব্যয় করা হচ্ছে। মহাপরিদর্শক বলেন হেল্পলাইন যেন পরিপূর্ণভাবে অংশীজনদেরকে সাহায্য করার একটি মাধ্যম হিসেবে সকলের নিকট পরিচিতি পায় সে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তিনি আরও বলেন, প্রতি সপ্তাহান্তে হেল্পলাইন-এ প্রাপ্ত অভিযোগের Synopsis পরবর্তী সপ্তাহ শুরুর প্রথম কার্যদিবস অর্থাৎ রবিবারে সাধারণ শাখা মহাপরিদর্শক বরাবর পেশ করবে। এছাড়াও হেল্পলাইন এ প্রাপ্ত অভিযোগ যেগুলো অনিষ্পন্নযোগ্য এ সংক্রান্ত SOP-এর উপর হেল্পলাইনে দায়িত্বরত কর্মকর্তাদেরকে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। অতঃপর যে সকল অভিযোগ অনিষ্পন্নযোগ্য সেগুলো জেলা কার্যালয়ে প্রেরণের পূর্বে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সিদ্ধান্ত পাওয়ার পর জেলা কার্যালয়ে অগ্রায়ণ করার মতামত সভায় ব্যক্ত করা হয়।	১। অভিযোগ নিষ্পত্তির হার বৃদ্ধি করতে হবে। ২। অভিযোগ নিষ্পত্তির বিষয়ে জেলা কার্যালয়গুলোকে আগামী ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে পুনরায় দিক নির্দেশনামূলক পত্র প্রেরণ করতে হবে। **৩। অভিযোগের Synopsis সপ্তাহান্তে পরবর্তী রবিবার মহাপরিদর্শক বরাবর পেশ করবে।** ৪। অনিষ্পন্নযোগ্য অভিযোগ নির্ধারণের ক্ষেত্রে SOP-এর উপর হেল্পলাইন-এ দায়িত্বপ্রাপ্তদেরকে প্রশিক্ষণ দিতে হবে। ৫। অভিযোগ প্রাপ্তির পর উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক শুধু নিষ্পন্নযোগ্য অভিযোগসমূহ জেলা কার্যালয়ে অগ্রায়ণ করতে হবে।	১। মোঃ সামছুল আলম খান যুগ্মমহাপরিদর্শক (সাধারণ) ২। সাবিহা মুক্তা উপমহাপরিদর্শক (সাধারণ) ৩। মোঃ কামরুল হাসান উপমহাপরিদর্শক (সেফটি) ৪।এ.কে.এম. মানছুরুল হক সহকারী মহাপরিদর্শক (সাধারণ)

০৯	ই-নথি এবং লিমা এপ্যাস	মহাপরিদর্শক সকল কার্যালয়ে ই-নথি কার্যক্রম জোরদার করার পরামর্শ প্রদান করেন এবং লিমা এ্যাপস ব্যবহার করে পরিদর্শন কার্যক্রম জোরদার করার নির্দেশনা দেন। যুগ্মমহাপরিদর্শক (সেফটি) বলেন, লিমা এ্যাপস-এ দুর্ঘটনা বিষয়ক একটি নেভিগেশন সংযুক্ত করা প্রয়োজন। তিনি আরও বলেন, এ নেভিগেশন সংযুক্ত করার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় অর্থ জিআইজেড (GIZ) নামক সহযোগী সংস্থা কর্তৃক অনুদান প্রদান করা হবে। এছাড়াও লিমা আপগ্রেডেশনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় অর্থ বাজেটে রাখতে হবে মর্মে মতামত দেন। জবাবে বাজেট অফিসার জনাব ওহীদুর রহমান বলেন, সফটওয়্যার রক্ষণাবেক্ষণ খাতে প্রায় ৩৩ লক্ষ টাকা নতুন অর্থবছরের বাজেটে রাখা হয়েছে। পরবর্তীতে সহকারী মহাপরিদর্শক (সেফটি) জনাব আব্দুল মুমিন বলেন, লিমা আপগ্রেডেশন একটি বুদ্ধিবৃত্তিক সেবা সুতরাং সফটওয়্যারে রক্ষণাবেক্ষণ খাত হতে আপগ্রেডেশন ব্যয় নির্বাহ করা যাবে না, বরং বুদ্ধিবৃত্তিক সেবার আলাদা কোড-এ বাজেট বরাদ্দ আনতে হবে। উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে মহাপরিদর্শক বলেন, জনাব আব্দুল মুমিন, বুদ্ধিবৃত্তিক সেবার খাতে অর্থ বরাদ্দের জন্য বাজেট অফিসারকে ইউ-নোট দিবেন এবং উপমহাপরিদর্শক (সেফটি) লিমার সকল সীমাবদ্ধতা দূরীকরণ করে ডিসেম্বর/২০২১ এর মধ্যে এটিকে সকল অংশীজনদের নিকট সহজ ও ব্যবহারযোগ্য করতে হবে। তিনি আরো বলেন, এ খাতে যত অর্থ বরাদ্দ লাগুক না কেন তার ব্যবস্থা করা হবে।	১। ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে নথি নিষ্পন্নের হার বৃদ্ধি করতে হবে এবং স্ব স্ব কার্যালয়ের তথ্য আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে। ২। লিমা এ্যাপস ব্যবহার করে শতভাগ পরিদর্শন করতে হবে। ৩। দুর্ঘটনা বিষয়ক একটি নেভিগেশন লিমা এ্যাপস-এ সংযুক্ত করতে হবে। ৪। বুদ্ধিবৃত্তিক সেবা খাতে বাজেট বরাদ্দ চাইতে হবে। **৫। লিমা অ্যাপস এর সকল প্রতিবন্ধকতা দূর করে ডিসেম্বর/২০২১ নাগাদ অংশীজনদের নিকট সহজে ব্যবহারযোগ্য করতে হবে।**	১। জনাব ফরিদ আহাম্মদ যুগ্মমহাপরিদর্শক (সেফটি) ২। জনাব মোঃ কামরুল হাসান, উপমহাপরিদর্শক (সেফটি) ৩। জনাব আব্দুল মুমিন সহকারী মহাপরিদর্শক (সেফটি) ৪। সিকদার মোহাম্মদ তৌহিদুল হাসান সহকারী মহাপরিদর্শক (সেফটি) ও সাব্বির আনোয়ার, শ্রম পরিদর্শক (সধারণ) ৫। জনাব ওহীদুর রহমান বাজেট অফিসার

১০	ইনোভেশন	মহাপরিদর্শক অধিদপ্তরের উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা/২০২০-২১ এর অগ্রগতি জানতে চান। সহকারী মহাপরিদর্শক (সেফটি), জনাব সিকদার মোহাম্মদ তৌহিদুল হাসান সভাকে জানান, লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ০৩ (তিন) টি উদ্ভাবন উদ্যোগ চলমান রয়েছে। ১। ওয়ান ক্লিক রিপোর্টিং সিস্টেম; ২। একসেবা মোবাইল অ্যাপলিকেশন এবং ৩। ইনভেন্টরি এ্যান্ড রিকুইজিশন সিস্টেম। পরবর্তীতে ইনোভেশন টিমের সদস্য-সচিব জনাব সাব্বির আনোয়ার বলেন, ২০২০-২১ এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে যে সকল প্রতিবন্ধকতা রয়েছে তা দ্রুত সমাধান করে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা হবে। এছাড়াও ২০২১-২২ এর উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার খসড়া ইতোমধ্যে প্রণয়ন করা হয়েছে বলে তিনি সভাকে অবহিত করেন।	১। উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা/২০২০-২১ এর লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী তা বাস্তবায়নে ইনোভেশন টিম সচেষ্ট থাকবেন। ২। ২০২০-২১ এর লক্ষ্যমাত্রা পূরণে করণীয়:- ক) ২৫ মে, ২০২১ এর মধ্যে ০২ জন উদ্ভাবককে ক্রেস্ট প্রদান করতে হবে। খ) ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ, উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ে সরেজমিন ২৩ মে, ২০২১ তারিখ পরিদর্শন করতে হবে। গ) যদি সম্ভব হয়; সচিব মহোদয়কে সভাপতি করে ইনোভেশন শোকেসিং দ্রুত আয়োজন করতে হবে। ঘ) ১০ জুনের মধ্যে উদ্ভাবনের Publication টি প্রকাশ করতে হবে। ৩। উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২২ প্রণয়ন করতে হবে।	১। ড. সৈয়দ আবুল এহসান, যুগ্মমহাপরিদর্শক(প্রশাসন ও উন্নয়ন) ২। মো: ইউসুফ আলী উপমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) ৩। সিকদার মোহাম্মদ তৌহিদুল হাসান সহকারী মহাপরিদর্শক (সেফটি) ও সাব্বির আনোয়ার, শ্রম পরিদর্শক (সধারণ)

১১	SDG	SDG লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী অধিদপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা কার্যাবলি গ্রহণ করেছেন কিনা তা মহাপরিদর্শক জানতে চান। SDG বিষয়ে অধিদপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব শেখ আসাদুজ্জামান জানান, প্রত্যেক জেলায় উদ্ভূতকরণ সভা চলমান এবং SDG বিষয়ক সেবাবক্স ওয়েবসাইটে আপলোড করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। এছাড়াও SDG-তে দুর্ঘটনা বিষয়ক যে লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে সেটি সেফটি শাখাকে অবহিত করা হয়েছে বলে জানান।	১। SDG লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং যথাসময়ে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হবে। ২। দ্রুত SDG বিষয় কার্যক্রম গ্রহণ করে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হবে। ০৩। দুর্ঘটনা এবং আহত হওয়ার সংখ্যা কমিয়ে আনার জন্য যে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে সে বিষয়ে একটি কর্মপদ্ধতি প্রণয়ন করতে হবে। ০৪। SDG এর উপর উদ্বুদ্ধকরণ সভা আগামী ১৫ দিনের মধ্যে সকল উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ে শেষ করতে হবে।	১। ফরিদ আহাম্মদ, যগ্মমহাপরিদর্শক (সেফটি) ২। মো: কামরুল হাসান, উপমহাপরিদর্শক (সেফটি) ৩। শেখ আসাদুজ্জামান, সহকারী মহাপরিদর্শক (সেফটি) ৪। মনোয়ার হোসেন পরিসংখ্যান ও গবেষণা কর্মকর্তা
১২	শিশুশ্রম নিরসন	SDG লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ২০২৫ সালের মধ্যে কর্মক্ষেত্রে শিশুশ্রম সম্পূর্ণভাবে নিরসন করতে হবে। এছাড়াও APA লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী শিশুশ্রম নিরসনে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হবে এবং শিশুশ্রম নিরসনে পুর্নবাসনে পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। মহাপরিদর্শক বলেন, শিশুশ্রম নিরসনে করণীয় সম্পর্কে সকলের সঙ্গে আলোচনা করে প্রয়োজন সাপেক্ষে একটি কর্মপরিকল্পনা তৈরী করা হবে।	১। পরিদর্শন কার্যক্রমে শিশুশ্রম নিরসনকে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে। ২। শিশুশ্রমিকদের পুনর্বাসনের জন্য আগামী এক মাসের মধ্যে একটি কর্মপরিকল্পনা তৈরী করতে হবে। এ বিষয়ে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পে শিশুশ্রম নিরসনের বিষয়টি অতি গুরুত্ব সহকারে বাস্তবায়ন করতে হবে।	১।ডাঃ মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান যুগ্মমহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য) ২। মোঃ মেহেদী হাসান উপমহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য)

১৩	RCC	যুগ্মমহাপরিদর্শক (সেফটি), National Initiative এর আওতায় ৬৯৮টি কারখানাসহ মোট ১৮০০টি কারখানা ফলোআপ করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত NI ভুক্ত কারখানার অগ্রগতি ৪০%। Round-4 ও Round-5 কাঠামোর পক্ষে Escalation Protocal ইতোমধ্যে অনুমোদিত হয়েছে। মহাপরিদর্শক বলেন, প্রকৌশলীগণ পরিদর্শনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শকের সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধন করে পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। এক্ষেত্রে সমন্বয়হীনতা দূর করতে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এছাড়াও RCC এর প্রকল্প পরিচালক সভায় উপস্থিত না থাকার কারণে এ বিষয়ে সভায়ে অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়। মহাপরিদর্শক বলেন, পরবর্তী সভায় RCC-এর প্রকল্প পরিচালক যেন সভায় উপস্থিত থাকেন বিষয়টি নিশ্চিত করার নির্দেশনা প্রদান করেন।	১। RCC এর আওতায় কর্মরত প্রকৌশলীগণ এবং কাজ তদারকি অব্যাহত রাখতে হবে। ২। প্রকৌশলীগণ অবশ্যই সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের উপমহাপরিদর্শকগণের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করবেন এবং পরিদর্শনের পূর্বে অবগত করবেন। ৩। RCC-এর প্রকল্প পরিচালক পরবর্তীতে সভায় উপস্থিত থেকে সভাকে বিস্তারিত অবগত করবেন।	১। প্রকল্প পরিচালক RCC ২। ফরিদ আহাম্মদ যুগ্মমহাপরিদর্শক (সেফটি) ৩। মো: কামরুল হাসান, উপমহাপরিদর্শক (সেফটি)
১৪	কমপ্লায়েন্স ও সেফটি কমিটি	যুগ্মমহাপরিদর্শক (সেফটি) জনাব ফরিদ আহাম্মদ জানান যে, ২০২০-২১ অর্থবছরের APA লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কমপ্লায়েন্স অর্জিত হয়নি। ২০২-২১ অর্থবছরের APA লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সেফটি কমিটি গঠন করতে হবে। মহাপরিদর্শক সারা দেশে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সেফটি কমিটি গঠন করার কথা বলেন। তিনি আরো বলেন সেফটি কমিটির মাধ্যমে শ্রমিকদের কর্মপরিবেশের সেফটি নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়াও সেক্টর ভিত্তিক কমপ্লায়েন্সের মানদণ্ড নির্দিষ্ট করে দিতে হবে। এক্ষেত্রে একটি কমিটি গঠন করে দিতে হবে। গঠিত কমিটি প্রয়োজন সাপেক্ষে একটি সেমিনার/কর্মশালার আয়োজন করে সেক্টরভিত্তিক কমপ্লায়েন্স মানদন্ড নির্ধারণ করবেন।	১। ২০২০-২১ অর্থবছরের APA লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করতে হবে। ২। সারাদেশে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিধি মোতাবেক সকল কারখানা/প্রতিষ্ঠানে সেফটি কমিটি গঠন করতে হবে। ২০২০-২১ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা পূরণে সকল জেলা কার্যালয়কে আগামী ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে নির্দেশনা প্রদান করতে হবে। ৩। সেক্টরভিত্তিক কমপ্লায়েন্স মানদণ্ড নির্দিষ্ট করার ক্ষেত্রে গঠিত কমিটি প্রয়োজনে একটি সেমিনার/কর্মশালার আয়োজন করবে।	১। ফরিদ আহাম্মদ যুগ্মমহাপরিদর্শক (সেফটি) ২। মোঃ কামরুল হাসান উপমহাপরিদর্শক (সেফটি) ৩। এ.কে.এম মানছুরুল হক সহকারী মহাপরিদর্শক (সাধারণ)

১৫	কোভিড-১৯	যুগ্মমহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য) বিশ্বব্যাপী করোনা মহামারির প্রেক্ষিতে স্বাস্থ্য বিধি অনুসরণ করে বিশেষ পরিদর্শন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তিনি আরও বলেন, অধিদপ্তর কর্তৃক করোনা সম্পর্কিত একটি গাইডলাইন তৈরি করা হয়েছে এবং পরিদর্শকগণ কর্তৃক বিশেষ পরিদর্শনে শ্রমিকদেরকে স্বাস্থ্যবিধির উপর উদ্বুদ্ধকরণ, সভা ও পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও কোভিড-১৯ এর উপর প্রণীত গাইডলাইন নিয়ে প্রত্যেক পরিদর্শককে চলমান করোনা পরিস্থিতির উন্নতি হলে আই.এল.ও এর অর্থায়নে প্রশিক্ষণের আয়োজন করতে হবে।	১। বিশেষ পরিদর্শণে স্বাস্থ্যবিধি পরিপালন হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করতে হবে। ২। করোনা মোকাবেলায় সচেতনতামূলক কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। ৩। কোভিড-১৯ গাইড লাইনের উপর সকল পরিদর্শককে প্রশিক্ষণ দিতে হবে।	১। ডাঃ মোস্তাফিজুর রহমান যুগ্মমহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য) ২। মোঃ মেহেদি হাসান উপমহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য) ৩। এ.কে.এম. মানছুরুল হক সহকারী মহাপরিদর্শক (সাধারণ)
১৬	অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা	অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বলতে কোন দপ্তরের অভ্যন্তরীণ কার্যক্রম সম্পর্কে আনীত অভিযোগ/আপত্তি-কে বুঝায়। এ ধরণের অভিযোগ হতে পারে নাগরিক অভিযোগ, অভ্যন্তরীণ অভিযোগ ও দাপ্তরিক অভিযোগ। মহাপরিদর্শক বলেন, উল্লেখিত ধরণের অভিযোগ পাওয়া গেলে তা যত দ্রুত সম্ভব দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা সমাধানের ব্যবস্থা করবেন। এ ধরণের অভিযোগের একটি রেজিস্টার সংরক্ষণ করতে হবে।	১। অভ্যন্তরীণ সকল অভিযোগ দ্রুততম সময়ে শতভাগ নিষ্পত্তি করতে হবে। ২। সভায় অনিক কর্মকর্তা এ ধরণের অভিযোগের হালনাগাদ অবস্থা প্রতি সভায় অবহিত করবেন। ৩। এ ধরণের অভিযোগের একটি রেজিস্টার সংরক্ষণ করবেন যেটি সবসময় হালনাগাদ থাকবে।	১। মোঃ সামছুল আলম খান যুগ্মমহাপরিদর্শক (সাধারণ) ২। সাবিহা মুক্তা উপমহাপরিদর্শক (সাধারণ)
১৭	নারীর প্রতি সহিংসতা	যুগ্ম মহাপরিদর্শক (সাধারণ) জানান যে, কর্মক্ষেত্রে নারীর জন্য শোভন পরিবেশ নিশ্চিতে কমিটি কার্যক্রম পালন করছে। তিনি আরও বলেন, নারীর প্রতি সহিংসতার কোন অভিযোগ পাওয়া গেলে তা দ্রুত নিষ্পত্তির যথাযথ ব্যবস্থা করা হয়। গত মাসে এ ধরনের কোন অভিযোগ পাওয়া যায়নি। মহাপরিদর্শক বলেন নারীর প্রতি সহিংসতা বিষয়ক কমিটি আগামী সাত (০৭) দিনের মধ্যে অনুমোদন করিয়ে নিবেন।	১। নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে গঠিত কমিটি আগামী ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে পুর্নগঠন করতে হবে। ২। এ বিষয়ে কোন অভিযোগ পাওয়া গেলে কমিটি তা দ্রুত নিষ্পত্তির যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। প্রতি সভায় তা অবহিত করবেন।	১। সাবিহা মুক্তা, উপমহাপরিদর্শক (সাধারণ) ২। কমিটির আহবায়ক

১৮	লাইসেন্স ও অনলাইন লাইসেন্সিং	সহকারী মহাপরিদর্শক (সেফটি) জনাব সিকদার মোহাম্মদ তৌহিদুল হাসান সভাকে জানান, লিমা অ্যাপস ব্যবহার করে অনলাইন লাইসেন্স ফি জমাদানের ক্ষেত্রে যেসব প্রতিবন্ধকতা পরিলক্ষিত হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো রিপোর্টিং, স্বয়ংক্রিয়ভাবে নোটিশ তৈরি, অনলাইন লাইসেন্সিং ফি জমাদান ও লে-আউট প্ল্যান অনুমোদন ইত্যাদি। মহাপরিদর্শক বলেন, লিমা অ্যাপস ব্যবহার করে অনলাইন লাইসেন্স ফি জমাদানের ক্ষেত্রে যেসব প্রতিবন্ধকতা পরিলক্ষিত হয় (রিপোর্টিং, স্বয়ংক্রিয়ভাবে নোটিশ তৈরি, অনলাইন লাইসেন্স ফি জমাদান ও লে-আউট প্ল্যান অনুমোদন) দ্রুত সমাধানের ব্যবস্থা করতে হবে। উপমহাপরিদর্শক (সেফটি) বলেন, লাইসেন্স অনলাইনে করার ক্ষেত্রে বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূরীকরণ (GIZ) কর্তৃক কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা প্রদানের বিষয়ে ইতোমধ্যে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। মহাপরিদর্শক বলেন, ডিসেম্বর/২০২১ এর মধ্যে যেকোনভাবেই হোক না কেন লাইসেন্সসমূহ অনলাইনের মাধ্যমে হতে হবে। সে লক্ষ্যে সকল প্রতিবন্ধকতা তার পূর্বেই নিরসন করবেন।	১। প্রধান কার্যালয়ের আইসিটি সেল কর্তৃক লিমা অ্যাপস ব্যবহার করে অনলাইন লাইসেন্স ফি জমাদানের ক্ষেত্রে যেসব প্রতিবন্ধকতা পরিলক্ষিত হয় তা দ্রুত সমাধান করতে হবে। ২। সকল জেলা কার্যালয়গুলোকে লিমা অ্যাপস ব্যবহার করে অনলাইন লাইসেন্সিং এবং লে-আউট প্ল্যান অনুমোদন করতে হবে। অতঃপর বিষয়টি এ দপ্তরকে অবহিত করতে হবে। ৩। ডিসেম্বর/২০২১ এর মধ্যে সকল লাইসেন্স অনলাইনের মাধ্যমে প্রদান করতে হবে। **এটি যেকোনভাবেই হোক না কেন বাস্তবায়ন করতে হবে।**	১। আইসিটি সেলের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাবৃন্দ ২। মোঃ সামছুল আলম খান যুগ্মমহাপরিদর্শক (সাধারণ) ৩। মোঃ কামরুল হাসান উপমহাপরিদর্শক (সেফটি)
১৯	প্যানেল আইনজীবী নিয়োগ	মহাপরিদর্শক অধিদপ্তরের প্যানেল আইনজীবীর বকেয়া পাওনা কত রয়েছে, কবে পর্যন্ত পরিশোধ করা হয়েছে, বকেয়া কেন এতদিন পরিশোধ করা হয়নি, তার সম্মানি কোন খাত থেকে প্রদান করা হয়, পারিশ্রমিক প্রদানে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন রয়েছে কিনা এবং প্যানেল আইনজীবী নিয়োগের ক্ষেত্রে যথাযথ অনুশাসন পরিপালন করা হয়েছি কিনা এ বিষয়ে আইন কর্মকর্তার নিকট জানতে চান এবং আইন কর্মকর্তাকে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য মহাপরিদর্শক নির্দেশনা প্রদান করেন।	১। বর্তমান প্যানেল আইনজীবীর নিয়োগের ক্ষেত্রে সকল বিধি বিধান অনুসরণ করা হয়েছে কিনা আইন কর্মকর্তা তার মতামত প্রদান করবেন। ২। পারিশ্রমিক কোন খাত থেকে প্রদান করা হবে সে সম্পর্কে অবগত করে আইন কর্মকর্তা ০৩ (তিন) কর্মদিবসের মধ্যে নথি উপস্থাপন করবেন। ৩। পারিশ্রমিক প্রদানে কোন আইনি বাধা রয়েছে কিনা থাকলে তার সমাধানের সুপারিশসহ ০৩ (তিন) কর্মদিবসের মধ্যে নথি উপস্থাপন করতে হবে।	১। মোঃ মাছুম বিল্লাহ আইন কর্মকর্তা

২০	মামলা সংক্রান্ত	মহাপরিদর্শক অত্র দপ্তরের কয়টি নিষ্পন্ন মামলা রয়েছে জানতে চান। এছাড়াও সভায় ০৩ (তিন) জনের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করার ক্ষেত্রে বিলম্ব হওয়ার কারণ কি তা আইন কর্মকর্তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়। আইন কর্মকর্তা সভাকে জানান, (ক) চলমান মামলাসমূহের হালনাগাদ তথ্য নিয়মিত ডাটাবেজ এন্টি প্রদান করা হয়। প্যানেল আইনজীবীর নিকট থেকেআদালত হতে সর্বশেষ তথ্য প্রাপ্তির পর তথ্য হালনাগাদ করা হয়। (ক) বিভাগীয় মামলার তথ্যঃ পরিশিষ্ট-(১) (খ) রিট মামলার তথ্যঃ পরিশিষ্ট- (২)	১। ০৩টি বিভাগীয় মামলা আগামী ০৩ (তিন) কর্মদিবসের মধ্যে সকল বিধি-বিধান মোতাবেক আইন কর্মকর্তা নথিতে উপস্থাপন করবেন। ২। সকল ধরণের মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করতে হবে।	১। মোঃ মাছুম বিল্লাহ আইন কর্মকর্তা ২। প্রশাসন ও উন্নয়ন শাখা
২১	অডিট আপত্তি	শ্রম পরিদর্শক (সাধারণ) জনাব মো: ওহীদুর রহমান সভাকে জানান হালনাগাদকৃত তথ্য অনুযায়ী মোট অডিট আপত্তির সংখ্যা -২২টি। ১১ টির ব্রডশিট জবাব প্রেরণ করা হয়েছে । অবশিষ্ট ১১ টি আপত্তির ব্রডশিটের জবাব চলমান রয়েছে।	১। অডিট আপত্তি দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে। ২। অবশিষ্ট ১১টির ব্রডশীট জবাব কেন দেয়া হয়নি তার কারণ ব্যাখ্যা করবেন। ৩। ভবিষ্যতে কোন অডিট আপত্তি না হয় এ বিষয়ে হিসাব উপশাখা বিধি-বিধার মোতাবেক কার্যক্রম সম্পন্ন করবেন।	১। সৈয়দ আবুল এহসান যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) ২। মোঃ ইউসুফ আলী উপমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়) ৩। মোঃ ওহীদুর রহমান, হিসাব উপশাখা

২২	যৌথ ব্যাংক হিসাব খোলা	যুগ্মমহাপরিদর্শক (সাধারণ) জনাব মোঃ সামশুল আলম খান মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রতি বছর মহান মে দিবস, জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা দিবস উদ্ভাবনী কর্মকান্ডসহ বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ এবং অন্যান্য প্রকাশনা প্রকাশের নিমিত্ত স্মরণিকায় বিজ্ঞাপন প্রচারের মাধ্যমে আর্থিক সহযোগিতা গ্রহণের জন্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পত্রের মাধ্যমে অনুরোধ করা হয় বলে জানান। এ প্রেক্ষিতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হতে প্রতি বছর ২০-২৫ লক্ষ টাকা সংগৃহীত হয়ে থাকে। উক্ত অর্থ বর্তমানে “Labour Director & Add. Inspector General” হিসাবের নামে চেকের মাধ্যমে ব্যাংকে জমা করা হয়। যাহা পরিচালক শ্রম অধিদপ্তর ও যুগ্মমহাপরিদর্শক (সাধারণ) এর যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত হচ্ছে। হিসাবটির **সমদয়** অর্থ শ্রম অধিদপ্তর এর স্বাধীনভাবে ব্যয় করে থাকে। বর্নিতাবস্থার প্রেক্ষিতে মহাপরিদর্শক বলেন, শ্রম সচিব মহোদয় এরুপ জটিলতা পরিহারে অধিদপ্তরের নিজস্ব একটি হিসাব খোলার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেছেন। অতএব স্মরণিকার বিজ্ঞাপন গ্রহণের অর্থ জমাদানের জন্য **যুগ্মমহাপরিদর্শক স্বাস্থ্য ও যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রশাসন)** এ নামে একটি যৌথ হিসাব খোলার জন্য বলেন। এই হিসাবটি আজকে থেকে কার্যকর করার জন্য অনুরোধ করেন এবং হিসাবটির নাম **যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) এবং যুগ্মমহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য)** হবে মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেন। হিসাবটি খোলার পর সকল ধরণের বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থ এ হিসাবে জমা করা হবে এবং এ অর্থ হতে প্রকাশনার ব্যয় নির্বাহ করা হবে বলে জানান।	১। বিভিন্ন প্রকাশনা/স্মরণিকায় বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থ অধিদপ্তরের নিজস্ব একটি যৌথ ব্যাংক হিসাবে জমা রাখতে হবে। ২। যৌথ ব্যাংক হিসাবে জমাকৃত অর্থ বিধিমতে বিভিন্ন প্রকাশনা/স্মরণিকা প্রকাশে ব্যয় করা হবে। ৩। এ হিসাবটি যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) এবং যুগ্মমহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য) এর যৌথ সাক্ষরে পরিচালিত হবে। ৪। এ হিসাবের শিরোনাম হবে **“যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) এবং যুগ্মমহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য)”**।	১। সৈয়দ আবুল এহসান যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) ২। ডাঃ মোস্তাফিজুর রহমান যুগ্মমহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য) ৩। ওহীদুর রহমান, হিসাব উপশাখা
২৩	দুর্ঘটনা	যুগ্মমহাপরিদর্শক (সেফটি) জনাব মো: ফরিদ আহমদ জানান যে, ২০২০-২১ অর্থ বছরের সারাদেশে মোট দুর্ঘটনার ৪৮ টি তন্মধ্যে ৮৯ টি নিহত ও ২৪৫ জন আহত এবং ক্ষতিপূরণের পরিমাণ ২৮ লক্ষ টাকা। এছাড়াও দুর্ঘটনার রিপোর্টিং টি লিমা অ্যাপস-এ সংযুক্ত করা হবে বলে জানান।	১। দূর্ঘটনা প্রতিবেদন স্বল্পতম সময়ের মধ্যে দাখিল ও ক্ষতিপূরণসহ যাবতীয় কার্যক্রম চলমান থাকবে।	১। ফরিদ আহাম্মদ যুগ্মমহাপরিদর্শক (সেফটি) ২। মোঃ কামরুল হাসান উপমহাপরিদর্শক (সেফটি)

২৪	শুদ্ধাচার	উপমহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য) বলেন, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২০-২১ লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী অগ্রগতি সন্তোষজনক। যেসকল কার্যক্রম এখনও সম্পন্ন হয়নি সেগুলো যথাসময়ে অর্জিত হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি আরো বলেন, ২০২১-২২ সালের খসড়া শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা ইতোমধ্যে প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়াও ২০২০-২১ সালের শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান আগামী ১০ জুন/২০২১ এর মধ্যে সম্পন্ন করার জন্য মহাপরিদর্শক নির্দেশনা প্রদান করেন।	১। শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনার জন্য ২০২০-২১ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হবে। ২। জুন/২০২১ এর মধ্যে শুদ্ধাচারের পুরস্কার প্রদান করতে হবে।	১। সৈয়দ আবুল এহসান যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) ২। মোঃ মেহেদী হাসান উপমহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য) ও শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা
২৫	ওয়েবসাইট হালনাগাদ	মহাপরিদর্শক সভায় অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে নিয়মিত হালনাগাদ করা হয় কিনা জানতে চান। সহকারী মহাপরিদর্শক (সেফটি) জনাব সিকদার মোহাম্মদ তৌহিদুল হাসান সভাকে জানাব, ওয়েবসাইটে হালনাগাদ করা হয়েছে এবং এটি সবসময় হালনাগাদ করা হয়।	১। ওয়েবসাইট নিয়মিত হালনাগাদ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	১। আইসিটি সেলের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
২৬	চলমান প্রকল্পসমূহ	১। রিমিডিয়েশঅন কো-অরডিনেশন সেল এ ন্যস্ত কারখানাগুলোর ক্যাপ বাস্তবায়ন প্রকল্প। ২। জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট (NOHSTRI) স্থাপন প্রকল্প। ৩। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর আধুনিকায়ন ও শক্তিশালীকরন এবং ১৩ টি জেলা কার্যালয় স্থাপন প্রকল্প। ৪। নির্বাচিত রেডিমেড গার্মেন্টস,প্লাস্টিক ও কেমিক্যাল কারখানার কাঠামো,অগ্নি ও বিদ্যুৎ ঝুকি নিরুপণ। মহাপরিদর্শক বলেন, পরবর্তী স্টাফ মিটিং-এ সকল প্রকল্প পরিচালক উপস্থিত থেকে স্ব স্ব প্রকল্পের অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করবেন।	১। প্রকল্পের খাতভিত্তিক বরাদ্দ বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রতিমাসে জমা দিতে হবে। ২। PIC এবং PSC-এর সভার সিদ্ধান্ত মতে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করে তা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। ৩। প্রকল্পের PIC এবং PSC এর কার্যবিবরণী অনুযায়ী প্রকল্প সেলের সদস্য সচিবকে অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রদান করতে হবে। ৪। সকল প্রকল্প পরিচালক সভায় উপস্থিত থাকবেন।	১। প্রকল্প পরিচালকবৃন্দ ২। পরিকল্পনা ও উন্নয়ন সেল

২৭	প্রস্তাবিত নতুন প্রকল্প	পরিকল্পনা সেলের সদস্য সচিব বলেন, ইতোমধ্যে নতুন ০৬ (ছয়) টি প্রকল্পের প্রস্তাব অত্র বছরে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রস্তাবিত নতুন প্রকল্পসমূহঃ- ১। পেশাগত ব্যাধি প্রতিরোধ কর্মসূচি, চিকিৎসা ও ক্ষতিপূরণ প্রকল্প (০১-০৩-২০২২ থেকে ৩০-০৬-২০২৩) ২। কর্মক্ষেত্রে জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন শীর্ষক প্রকল্প (০১-০১-২০২২ থেকে ৩০-০৬-২০২৩) ৩। বাংলাদেশ লেবার ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (এল আই এম এস) প্রকল্প (০১-০৭-২০২১ থেকে ৩০-০৬-২০২৩) ৪। RMG কারখানার নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও শ্রমিকদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (০১-০১-২০২২ থেকে ৩১-১২-২০২৩) ৫। নির্বাচিত ট্যানারী, লেদার ফুটওয়্যার ও টেক্সটাইল কারখানার কাঠামো, অগ্নি ও বিদ্যুৎ ঝুঁকি নিরুপণ প্রকল্প (০১-০১-২০২২ থেকে ৩১-০৬-২০২৩) ৬। প্লাস্টিক ও কেমিক্যাল কারখানার CAP বাস্তবায়ন প্রকল্প (০১-০১-২০২২ থেকে ৩১-১২-২০২৪) মহাপরিদর্শক বলেন প্রস্তাবিত প্রকল্পসমূহের মধ্যে গুরুত্ব বিবেচনায় নিয়ে দ্রুত অনুমোদন করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এছাড়াও অধিদপ্তরের নিজস্ব একটি প্রধান কার্যালয় আগারগাঁওয়ে স্থাপন করার নিমিত্ত ২০ কাঠা জমি অধিগ্রহণ করে একটি প্রকল্প দ্রুত গ্রহণ করে বাস্তবায়ন করতে হবে।	১। নতুন প্রকল্পসমূহ অনুমোদনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা কি এবং অগ্রগতি কোন পর্যায়ে তা সভায় অবহিত করবেন। ২। অধিদপ্তরের জন্য আগারগাঁও এলাকা এক বিঘা জমি বরাদ্দ চেয়ে মন্ত্রণালয়ে চিঠি প্রেরণ করতে হবে।	১। মোঃ কামরুল হাসান উপমহাপরিদর্শক (সেফটি) ও মুনছুর বিল্লাল শ্রম পরিদর্শক (সাধারণ) ২। মুনছুর বিল্লাল সদস্য সচিব, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন সেল
২৮	সিটিজেন চার্টার	মহাপরিদর্শক মহোদয় অধিদপ্তরের সিটিজেন চার্টার প্রণয়ন করে তা দৃশ্যমান স্থানে প্রদর্শনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা আগামী ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে গ্রহণের জন্য সিটিজেন চার্টার বাস্তবায়ন কমিটিতে নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়াও সিটিজেন চার্টারে যে সকল বিষয়ে অসঙ্গতি রয়েছে সেগুলো সমাধানপূর্বক অংশীজনদের নিকট গ্রহণযোগ্য একটি সিটিজেন চার্টার তৈরির জন্য বর্ণিত কমিটিতে নির্দেশনা দেন।	১। সিটিজেন চার্টার বাস্তবায়ন কমিটি ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে সিটিজেন চার্টার প্রণয়ন ও প্রদর্শনের ব্যবস্থা করতে হবে।	১। মোঃ ইউসুফ আলী উপমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) ২। মোঃ মেহেদী হাসান উপমহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য)

২৯	ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট কমিটির প্রতিবেদন ২০২০-২১ প্রকাশ	কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন আধিদপ্তর এবং শ্রম অধিদপ্তর এর কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট কমিটি গঠন করা হয়েছে যারা প্রতি সপ্তাহন্তে একটি প্রতিবেদন দাখিল করে থাকেন এবং প্রধান কার্যালয়ের সাধারণ শাখা উক্ত প্রতিবেদন সমন্বয় করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে থাকেন। গঠিত কমিটি ২০২০-২১ সালে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করার জন্য মহাপরিদর্শক নির্দেশনা প্রদান করে।	১। নিয়মিত প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে এবং ২০২০-২১ এর প্রতিবেদন প্রকাশ করতে হবে। ২। শ্রম অসন্তোষ সৃষ্টি হলে দ্রুততম সময়ে নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করে মহাপরিদর্শককে অবহিত করবেন।	১। মোঃ সামছুল আলম খান যুগ্মমহাপরিদর্শক (সাধারণ) ২। সাবিহা মুক্তা উপমহাপরিদর্শক (সাধারণ)
৩০	“উদ্বাবনী উদ্যাগ” নামে একটি স্বরণিকা প্রকাশ	মহাপরিদর্শক উদ্ভাবনী উদ্যোগ ২০২০-২১ সংক্রান্ত প্রকাশনা সংক্রান্ত জানতে চান। জবাবে শ্রম পরিদর্শক (সাধারণ) জনাব সাব্বির আনোয়ার বলেন, “উদ্ভাবনী উদ্যোগ” প্রকাশের খসড়ার অন্যান্য কাজ সম্পন্ন হয়েছে। কিন্তু উক্ত বিষয়ে কিছু লেখা সংগ্রহ হয় নি। মহাপরিদর্শক ১৯-০৫-২০২১ তারিখ রাত ১২:০০ টার সর্বশেষ সময় দিয়ে সংগৃহীত লেখা খসড়াতে সংযুক্ত করে ২০-০৫-২০২১ তারিখের মধ্যে পেশ করার জন্য নির্দেশ দেন।	১। উদ্ভাবনী উদ্যোগ ২০২০-২১ সংক্রান্ত প্রকাশনা খসড়া প্রস্তুত করে আগামী ২০-০৫-২০২১ তারিখে পেশ করতে হবে। ২। জুন/২০২১ এর মধ্যে উদ্ভাবনী উদ্যোগের প্রকাশনাটি প্রকাশ করতে হবে।	১। সিকদার মোহাম্মদ তৌহিদুল হাসান সহকারী মহাপরিদর্শক (সেফটি) ২। মো: আবুল হাজ্জাত সোহাগ সহকারী মহাপরিদর্শক (সাধারণ) ৩। প্রতিষ্ঠা বড়ুয়া শ্রম পরিদর্শক (স্বাস্থ্য) ৪। সাব্বির আনোয়ার শ্রম পরিদর্শক (সাধারণ)
৩১	বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ	প্রতি বছর জুলাই ও আগস্ট মাসে আগের অর্থবছরের কার্যক্রম সংবলিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করার জন্য প্রত্যেক শাখা এবং আওতাধীন অন্যান্য অধিশাখা, প্রকল্প ও সেলের কার্যক্রম সংগ্রহ করে তা প্রকাশ করার জন্য মহাপরিদর্শক নির্দেশনা প্রদান করেন।	১. সকল শাখা, উপশাখায় সম্পাদিত অর্থবছরের কার্যক্রম, প্রাসঙ্গিক রেখাচিত্র, উপাত্ত, ছবি ও পরিসংখ্যান সংবলিত প্রতিবেদন স্ব স্ব শাখা কর্তৃক প্রস্তুতপূর্বক শাখা প্রধানগণ কর্তৃক যাচাই করে 'বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন কমিটি'-কে প্রদান করবেন। ২. প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্যাবলী প্রকল্প পরিচালকগণ যাচাই করে কমিটিকে প্রদান করবেন। ৩. প্রাপ্ত তথ্যাবলী কমিটি কর্তৃক যাচাই ও সন্নিবেশ করে আগস্ট মাসের মধ্যে চূড়ান্ত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করবেন।	১. যুগ্মমহাপরিদর্শকগণ (সকল) ২. প্রকল্প পরিচালক (সকল) ৩. ফোরকান আহসান, তথ্য ও গণসংযোগ কর্মকর্তা ৪. মনোয়ার হোসেন, পরিসংখ্যান ও গবেষণা কর্মকর্তা

৩২	বিবিধ	সভাপতি মহোদয়, ২৩ টি জেলা কার্যালয়ে কর্মরত কর্মচারীদের তালিকা-কর্মকালসহ পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করার নির্দেশ দেন। এছাড়াও সহকারী মহাপরিদর্শক (সাধারণ) জনাব এ.কে.এম. মানছুরুল হক বলেন প্রশিক্ষণ বিষয়ে একটি সিস্টেম তৈরী করার বিষয়ে উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।	১। ২৩ টি জেলা কার্যালয়ে কর্মরত কর্মচারীদের তালিকা-কর্মকালসহ পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে। ২। প্রশিক্ষণ সিস্টেম ২০২১-২২ অর্থ বছরের প্রথমার্ধেই তৈরী করতে হবে।	১। মনোয়ার হোসেন, পরিসংখ্যান ও গবেষণা কর্মকর্তা ২। ফোরকান আহসান তথ্য ও গণসংযোগ কর্মকর্তা

২। আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মোঃ নাসির উদ্দিন আহমেদ
মহাপরিদর্শক(অতিরিক্ত সচিব)

স্মারক নম্বর: ৪০.০১.০০০০.১০১.০৬.০১৫.১৭.৪৯৮

তারিখ: ১৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৮
২৭ মে ২০২১

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক, অতিরিক্ত মহাপরির্দশকের দপ্তর, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর।
২) প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, প্রতিমন্ত্রীর দপ্তর, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় (মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতি)
৩) সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব , সচিবের দপ্তর, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতি)।
৪) প্রকল্প পরিচালক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর আধুনিকায়ন ও শক্তশালীকরণ এবং ১৩টি জেলা কার্যালয় স্থাপন, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
৫) প্রকল্প পরিচালক, রিমিডিয়েশন কো-অরডিনেশন সেল এ ন্যস্ত কারখানাগুলোর ক্যাপ বাস্তবায়ন প্রকল্প, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
৬) প্রকল্প পরিচালক, নির্বাচিত রেডিমেড গার্মেন্টস, প্লাস্টিক ও কেমিকেল কারখানার কাঠামো, অগ্নি ও বিদ্যুৎ ঝুঁকি সংক্রান্ত প্রকল্প, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
৭) যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রশাসন/সাধারণ/সেফটি/স্বাস্থ্য), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়
৮) উপমহাপরিদর্শক (প্রশাসন/সাধারণ/সেফটি/স্বাস্থ্য), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়।
৯) সহকারী মহাপরিদর্শক (স্টাফ অফিসার টু মহাপরিদর্শক), মহাপরিদর্শকের দপ্তর, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর।
১০) সহকারী মহাপরিদর্শক/১ম শ্রেণির কর্মকর্তা (সকল), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
১১) তথ্য ও জনসংযোগ কর্মকর্তা, তথ্য ও গণসংযোগ উপশাখা, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর।
১২) আইন কর্মকর্তা, আইন উপশাখা, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর।
১৩) পরিসংখ্যান ও গবেষণা কর্মকর্তা, পরিসংখ্যান ও গবেষণা উপশাখা, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর।

১৪) জনাব সাব্বির আনোয়ার, শ্রম পরিদর্শক (সাধারণ), আইসিটি সেল, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর।
১৫) শ্রম পরিদর্শক (সকল), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
১৬) তৃতীয় শ্রেণি (সকল), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
১৭) অফিস কপি।

মোঃ ইউসুফ আলী
উপ মহাপরিদর্শক